বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৭ - ২০১৮

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

[আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান এর উপর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

আর্থিক ও উপযোজন হিসাব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৭ - ২০১৮

প্রথম খণ্ড

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

অর্থ বছর : ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৬-২০১৭

আর্থিক ও উপযোজন হিসাব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাস্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৬
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৩	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-২৩
৪	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৩
৫	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ২৬ টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৬৬ টি শাখার ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের নগদ সহায়তা (ক্যাশ ইন্‌সেনটিভ) প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের ওপর আর্থিক ও উপযোজন হিসাব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৪ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাস্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ : ——— বঙ্গাব্দ
——— খ্রিষ্টাব্দ

অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১	রপ্তানি পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৮৭,২৪,৬২৪/-	৯
২	বিটিএমএ এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা উৎপাদনযোগ্য বস্ত্র অপেক্ষা কম বস্ত্র সরবরাহ (রপ্তানি) করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বস্ত্র মূল্যের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি	১,০৫,৯২,৯৯২/-	১১
৩	হিমায়িত চিংড়ি মাছ রপ্তানির বিপরীতে বরফ আচ্ছাদনের নির্ধারিত হার অপেক্ষা অধিক হারে বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি	২১,৫৬,৭১৮/-	১২
৪	স্বীয় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণে ডায়িং খরচের সাথে অন্যান্য খরচ যুক্ত করে অতিরিক্ত ডায়িং খরচ প্রদর্শনপূর্বক এবং কোন অপচয় না দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা পরিশোধ	২০,৪৮,৬৪১/-	১৩
৫	বিটিএমএ এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা উৎপাদনযোগ্য ফেব্রিক্স অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ফেব্রিক্স সরবরাহ (রপ্তানি) করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি	২,৩৫,২২,৫৮৮/-	১৪
৬	বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত উৎপাদন ক্ষমতা বহির্ভূত পণ্য রপ্তানি দেখিয়ে নগদ সহায়তা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি	৩০,০৫,৪৯৬/-	১৫
৭	প্রকৃত ডায়িং খরচ (ব্যাক টু ব্যাক এলসি অনুযায়ী) অপেক্ষা অতিরিক্ত ডায়িং খরচ দেখিয়ে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণ পূর্বক অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি	১৪,৯৭,১৩৩/-	১৬
৮	নগদ সহায়তার তহবিল হতে টাকা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জের ওপর মূসক আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	৪০,২৭,০২৯/-	১৭
৯	ইউডি অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি না করে অন্য পণ্য রপ্তানি করা সত্ত্বেও উক্ত বস্ত্র সরবরাহের মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি	১৪,৩৭,৯২৩/-	১৮

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১০	এলসিতে প্রদর্শিত পণ্যের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি পণ্য রপ্তানি করে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	২১,২৭,৪৪৬/-	১৯
১১	নির্ধারিত তালিকা বহির্ভূত প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি	২২,৭৮,০১৯/-	২০
১২	ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে সংগৃহীত সুতা রপ্তানিকৃত পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বস্ত্র সরবরাহের মূল্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি	৬২,২৫,৯৭৩/-	২১
১৩	উপকরণ উৎপাদনস্থলে পৌঁছার পূর্বেই মালামাল জাহাজীকরণ দেখিয়ে উক্ত পণ্যের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদানের আর্থিক ক্ষতি	৯,০৫,০৭৭/-	২২
১৪	সরবরাহকৃত সুতা/ফেব্রিক্স রপ্তানিকৃত পোষাক উৎপাদনে ব্যবহৃত না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বস্ত্র সরবরাহের উপর ফেব্রিক্স মূল্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা বাবদ পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি	১৬,১৯,৩৯৪/-	২৩
	সর্বমোট	৭,০১,৬৯,০৫৩/-	

কথায় : সাত কোটি এক লক্ষ উনসত্তর হাজার তিপ্পান্ন টাকা

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর : ২০১৩ -২০১৪ হতে ২০১৬-২০১৭

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান : নিম্নবর্ণিত ২৬ টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৬৬ টি শাখা (Audited Units)

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	মোট শাখার সংখ্যা
১	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	৮
২	সোনালী ব্যাংক লিঃ	৭
৩	জনতা ব্যাংক লিঃ	৪
৪	পূবালী ব্যাংক লিঃ	৪
৫	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিঃ	৪
৬	এইচ এস বি সি ব্যাংক লিঃ	২
৭	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৩
৮	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিঃ	২
৯	আই এফ আই সি ব্যাংক লিঃ	২
১০	ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ	১
১১	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	১
১২	ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	১
১৩	ব্যাংক এশিয়া লিঃ	১
১৪	এবি ব্যাংক লিঃ	৩
১৫	ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিঃ	১
১৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	৩
১৭	বেসিক ব্যাংক লিঃ	৩
১৮	এস আই বি এল	১
১৯	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	১
২০	এক্সিম ব্যাংক লিঃ	৩
২১	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	১
২২	প্রাইম ব্যাংক লিঃ	৫
২৩	স্টান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ	১
২৪	রূপালী ব্যাংক লিঃ	১
২৫	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	২
২৬	সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ	১
	সর্বমোট	৬৬

নিরীক্ষার প্রকৃতি	:	নিয়মানুগ নিরীক্ষা (Compliance Audit)
নিরীক্ষার সময়	:	জুলাই/২০১৩ হতে এপ্রিল/২০১৮
নিরীক্ষা পদ্ধতি	:	▪ দৈবচয়নের মাধ্যমে ভাউচারসমূহ নমুনায়ন। ▪ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও তথ্যাদি বিশ্লেষণ। ▪ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	:	মহাপরিচালক, আর্থিক ও উপযোজন হিসাব অডিট অধিদপ্তর
ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	:	▪ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রযোজ্য বিধি-বিধানসমূহ । ▪ মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-১৯৯১ এবং কাস্টম এ্যাক্ট, ১৯৬৯ । ▪ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও আদেশসমূহ।
অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	:	▪ বিভিন্ন সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন সার্কুলার, নীতিমালা ও আদেশসমূহ এবং সরকারি বিধি বিধান ও আইন পরিপালন না করা।
অডিটের সুপারিশ	:	▪ বিভিন্ন সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানি ভর্তুকি সংক্রান্ত জারীকৃত বিভিন্ন নীতিমালা ও আদেশ এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও বিধিমালা, ১৯৯১ এবং কাস্টম এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর আদেশ নির্দেশ পরিপালন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। ▪ আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অর্থ আদায়ের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। ▪ Cash Incentive/ নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান পরিপালন করা প্রয়োজন। ▪ ব্যবস্থাপনায় মনিটরিং সিস্টেম জোরদারকরণ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১॥

শিরোনাম	:	রপ্তানি পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮৭,২৪,৬২৪/- (সাতাশি লক্ষ চব্বিশ হাজার ছয়শত চব্বিশ) টাকা।
বিবরণ	:	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ০৯টি ব্যাংকের ১৭টি শাখার ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রপ্তানি পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮৭,২৪,৬২৪/- টাকা, যা আদায়যোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০১"পৃষ্ঠা (১-১০) দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	:	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-১২ তারিখ: ১৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ এর আদেশের ২নং ক্রমিক মোতাবেক রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের ১৮০ দিনের মধ্যে আবেদন না করা হলে নগদ সহায়তা প্রাপ্য নয় এবং এফ-ই সার্কুলার নং-২৫ তারিখ ঃ ০৮-০৬-২০১৪ খ্রিঃ এর আদেশের ২ এর "ক" মোতাবেক সকল ক্ষেত্রে নগদ সহায়তার আবেদনপত্র বিদেশ হতে রপ্তানি মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের ১৮০ দিনের মধ্যে না করা হলে নগদ সহায়তা প্রাপ্য নয়। উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে যখন যতটুকু রপ্তানি করা হয় এবং মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়ে থাকে তখন ততটুকুর উপরই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। উল্লেখ্য যে, একটি এলসি / ঋণপত্রের বিপরীতে রপ্তানির জন্য একাধিক Partial Shipment করা হলেও প্রতিটি Partial Shipment এর ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ইএক্সপি, শিপিং বিল/ বিল অব এক্সপোর্ট, বিল অব লেডিং/ বিএল, ইনভয়েস এবং পিআরসি (বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন) হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিটি রপ্তানি পণ্যের শিপমেন্ট করা বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসনের তারিখ হতে ১৮০ দিনের মধ্যে নগদ সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়নি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	যাচাই করে কোনো জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। সমুদয় টাকা আদায় করে অধিদপ্তরকে জানানো প্রয়োজন। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৮-১১-২০১৬ খ্রিঃ এবং ১৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৩-০১-২০১৭ খ্রিঃ এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩-০৩-২০১৭ খ্রিঃ এবং ০৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ

তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে একই ধরণের আপত্তি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৯-২০১০ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লিখিত আপত্তি দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৩তম বৈঠকে আলোচিত হয় এবং উক্ত সভায় পাওনা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। যে অংশের পাওনা আদায় হয়েছে তার প্রমাণক নিরীক্ষা যাচাই সাপেক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে। যে ক্ষেত্রে মামলা রয়েছে সে ক্ষেত্রে আদালত ভিন্নতর সিদ্ধান্ত না দিলে ভর্তুকি হিসাবে প্রদেয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক পুনর্ভরণ করবে না।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে আদায়ের স্বপক্ষে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০২॥

শিরোনাম	:	বিটিএমএ এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা উৎপাদনযোগ্য বস্ত্র অপেক্ষা কম বস্ত্র সরবরাহ (রপ্তানি) করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বস্ত্র মূল্যের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ১,০৫,৯২,৯৯২/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ বিরানব্বই হাজার নয়শত বিরানব্বই) টাকা ।
বিবরণ	:	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ১৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৩০টি শাখার ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন কোম্পানির রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা আবেদন পত্র, এলসি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, শিপিং বিল, ইএক্সপি, বিল অব লেডিং, পিআরসি ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিটিএমএ এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা উৎপাদনযোগ্য বস্ত্র অপেক্ষা কম বস্ত্র সরবরাহ (রপ্তানি) করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বস্ত্র এর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,০৫,৯২,৯৯২/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা আদায়যোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০২" পৃষ্ঠা (১১-৫২) দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	:	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-০৯ তারিখ : ০৫-০৩-২০০১ খ্রিঃ এর ফরম গ (পৃষ্ঠা-৩) তে উল্লিখিত রপ্তানিমুখী বস্ত্র/বস্ত্র সামগ্রী উৎপাদনকারী রপ্তানিকারকের আবেদনপত্রের "ঙ" অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় সুতা হতে বস্ত্র ও তৈরি পোষাক রপ্তানিকারকগণ নগদ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মূল্য/স্বীয় প্রতিষ্ঠানে দেশীয় সুতা দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটির উপর নির্ধারিত হারে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-০৩ তারিখ ঃ ২৪-০১-১৯৯৯ খ্রিঃ এর আদেশের "খ" ও "গ" মোতাবেক সুতা থেকে নিটিং করে ডাইং, ফিনিশিং পূর্বক কাপড় তৈরী পর্যন্ত অপচয়ের হার অনুর্ধ্ব ৭% এবং নীট ফেব্রিক্স (কাপড়) থেকে পোষাক তৈরী পর্যন্ত অপচয়ের হার ৯% হবে। উল্লেখিত নির্দেশনা পরিপালন না করায় বর্ণিত টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	যাচাই করে কোনো জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো প্রয়োজন। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৮-১১-২০১৬ খ্রিঃ এবং ১৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৩-০১-২০১৭ খ্রিঃ এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩-০৩-২০১৭ খ্রিঃ এবং ০৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে একই ধরণের আপত্তি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১২-২০১৩ তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে আদায়ের স্বপক্ষে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৩॥

শিরোনাম : হিমায়িত চিংড়ি মাছ রপ্তানির বিপরীতে বরফ আচ্ছাদনের নির্ধারিত হার অপেক্ষা অধিক হারে বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ২১,৫৬,৭১৮/- (একুশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার সাতশত আঠারো) টাকা ।

বিবরণ : আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ৪টি ব্যাংকের ৫টি শাখার ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হিমায়িত চিংড়ি মাছ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানিকৃত মাছের গ্রস ওজন এবং নীট ওজন অস্বাভাবিক হারে তারতম্য প্রদর্শন করা সত্ত্বেও পূর্ণহারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ২১,৫৬,৭১৮/- টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা আদায়যোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৩" পৃষ্ঠা (৫৩-৫৬) দ্রষ্টব্য]

অনিয়মের কারণ : বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-০৮ তারিখ ঃ ১৩-০৭-২০১৫ খ্রিঃ এবং এফ-ই সার্কুলার নং- ২৪ তারিখ ঃ ২০-০৯-২০১৬ খ্রিঃ এর আদেশদ্বয়ের ক্রমিক নং-৯ মোতাবেক রপ্তানিকৃত হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে নিম্নোক্তভাবে নগদ সহায়তা প্রাপ্য। হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা প্রদানের হার নিম্নরূপ :

হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিতে বরফ আচ্ছাদনের হার	প্রযোজ্য হার
আপ টু ২০%	১০%
২০% হতে ৩০% পর্যন্ত	৯%
৩০% হতে ৪০% পর্যন্ত	৮%
৪০% উর্দ্ধে	৭%

আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রস ওজন এবং নীট ওজন অস্বাভাবিক হারে তারতম্য প্রদর্শন করা সত্ত্বেও পূর্ণহারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যা প্রাপ্য নহে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : যাচাই করে কোনো জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো প্রয়োজন। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে আদায়ের স্বপক্ষে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৪ ॥

শিরোনাম	:	স্বীয় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণে ডায়িং খরচের সাথে অন্যান্য খরচ যুক্ত করে অতিরিক্ত ডায়িং খরচ প্রদর্শনপূর্বক এবং কোনো অপচয় না দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ২০,৪৮,৬৪১/- (বিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত একচল্লিশ) টাকা ।
বিবরণ	:	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ০১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ০১টি শাখার ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, স্বীয় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণে ডায়িং খরচের সাথে অন্যান্য খরচ (Enzyme, Washing, Compacting, Stagnating & Finishing) যুক্ত করে অতিরিক্ত ডায়িং খরচ প্রদর্শনপূর্বক এবং কোনো অপচয় না দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা বাবদ ২০,৪৮,৬৪১/- টাকা পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে; যা আদায়যোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৪" পৃষ্ঠা (৫৭-৫৮) দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	:	আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবলমাত্র সুতার মূল্য, নিটিং খরচ এবং ডায়িং খরচ প্রাপ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে নিটিং খরচ এবং ডায়িং খরচের সাথে অন্যান্য খরচ (Enzyme, Washing, Compacting, Stagnating & Finishing) যুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া নিটিং খরচ এবং ডায়িং খরচ সংক্রান্ত কোনো বিল ভাউচার ও প্রমাণাদি নথিতে পাওয়া যায়নি বা উপস্থাপন করা হয়নি। খরচের প্রমাণাদি না পাওয়ায় এবং ডায়িং খরচের সাথে অন্যান্য খরচ (Enzyme, Washing, Compacting, Stagnating & Finishing) প্রদর্শনপূর্বক এবং কোনো অপচয় না দেখিয়ে অতিরিক্ত ডায়িং খরচ নেয়ার অবকাশ নেই। বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক জারিকৃত নগদ সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত এফ-ই সার্কুলার নং-৯ তারিখ : ০৫-০৩-২০০১ খ্রিঃ এর ফরম নং- ''খ'' তে উল্লেখিত রপ্তানিমুখী ইউনিটের আবেদনপত্রের "ঙ" অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় সুতা হতে বস্ত্র ও তৈরি পোষাক রপ্তানিকারকগণ নগদ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মূল্য বা স্বীয় প্রতিষ্ঠানে দেশীয় সুতা দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্যের মধ্যে যেটি কম তার উপর নির্ধারিত হারে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। এ ক্ষেত্রে বস্ত্রের মূল্য বলতে সুতার মূল্য, বুনন খরচ ও ডায়িং খরচের সমষ্টিকে বুঝায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ডায়িং খরচের সাথে অন্যান্য খরচ প্রদর্শনপূর্বক নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	যাচাই করে কোন জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো প্রয়োজন। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে আদায়ের স্বপক্ষে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৫ ॥

শিরোনাম	:	বিটিএমএ-এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা উৎপাদনযোগ্য ফেব্রিক্স অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ফেব্রিক্স সরবরাহ (রপ্তানি) করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ২,৩৫,২২,৫৮৮/- (দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত আটাশি) টাকা ।
বিবরণ	ঃ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ১৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২৩টি শাখার ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন কোম্পানির রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা আবেদনপত্র, এলসি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, শিপিং বিল, ইএক্সপি, বিল অব লেডিং, পিআরসি ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সরাসরি/প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিটিএমএ-এর প্রত্যয়নকৃত সুতা দ্বারা উৎপাদনযোগ্য ফেব্রিক্স অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ফেব্রিক্স সরবরাহ (রপ্তানি) করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ২,৩৫,২২,৫৮৮/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা আদায়যোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৫" পৃষ্ঠা (৫৯-৯৯) দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	ঃ	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং ০৯ তারিখ : ০৫-০৩-২০০১ খ্রিঃ এর ফরম "গ" তে উল্লিখিত রপ্তানিমুখী বস্ত্র/বস্ত্রসামগ্রী উৎপাদনকারী রপ্তানিকারকের আবেদনপত্রের "ঙ" অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় সুতা হতে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকগণ নগদ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মূল্য/স্বীয় প্রতিষ্ঠানে দেশীয় সুতা দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটির উপর নির্ধারিত হারে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। বিধি অনুযায়ী বিটিএমএ হতে প্রত্যয়নকৃত সরবরাহকৃত সুতা হতে সর্বোচ্চ ৭% অপচয় বাদ দিতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-০৩ তারিখ : ২৪-০১-১৯৯৯ খ্রিঃ মোতাবেক সুতা থেকে নিটিং করে ডায়িং, ফিনিশিংপূর্বক কাপড় তৈরি পর্যন্ত অপচয়ের হার অনুর্ধ্ব ৭% এবং নীট ফেব্রিক্স থেকে পোশাক তৈরি পর্যন্ত অপচয়ের হার ৯% হবে। উল্লেখিত নির্দেশনা পরিপালন না করায় বর্ণিত টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	যাচাই করে কোনো জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৮-১১-২০১৬ খ্রিঃ এবং ১৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৩-০১-২০১৭ খ্রিঃ এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩-০৩-২০১৭ খ্রিঃ এবং ০৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে একই ধরনের আপত্তি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১২-২০১৩ তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে আদায়ের সপক্ষে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৬ ॥

শিরোনাম	ঃ	বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত উৎপাদন ক্ষমতা বহির্ভূত পণ্য রপ্তানি দেখিয়ে নগদ সহায়তা বাবদ পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ৩০,০৫,৪৯৬/- (ত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার চারশত ছিয়ানব্বই) টাকা ।
বিবরণ	ঃ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত আদেশ নং-বিঃ বোঃ/নিঃ ও সঃ-২-১২-৭১৮ তারিখ :-১২-০৪-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স RTL FOOTWEAR LTD. কে বাৎসরিক ৪৫,০০০ জোড়া চামড়ার জুতাসহ অন্যান্য চামড়াজাত সামগ্রী এবং ১০০০০ পিস সেন্ডেল উৎপাদনের অনুমোদন দেয়া হয়। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য সনে RTL FOOTWEAR LTD. প্রতিষ্ঠান কোনো সেন্ডেল রপ্তানি করেনি। কিন্তু জুতা ও চামড়াজাত সামগ্রী হ্যান্ড গ্লাভসসহ অন্যান্য সামগ্রী ১,২৬,৩৩২ জোড়া রপ্তানির বিপরীতে ৪৬,৬৮,৪০০/- টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ফলে (৪৬,৬৮,৪০০÷ ১,২৬,৩৩২ × ৪৫,০০০) = ১৬,৬২,৯০৪/- টাকা প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও (৪৬,৬৮,৪০০—১৬,৬২,৯০৪) = ৩০,০৫,৪৯৬/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা প্রাপ্য নয়। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৬" পৃষ্ঠা (১০০-১০১) দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	ঃ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত আদেশ নং- বিঃ বোঃ/নিঃ ও সঃ-২-১২-৭৪৮ তারিখ ঃ ১২-৪-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স RTL FOOTWEAR LTD. কে বাৎসরিক ৪৫,০০০ হাজার জোড়া চামড়ার জুতাসহ অন্যান্য চামড়াজাত সামগ্রী এবং ১০,০০০ পিস সেন্ডেল উৎপাদনের অনুমোদন দেয়া হয়। অথচ উক্ত প্রতিষ্ঠান এক বৎসরে চামড়ার জুতাসহ অন্যান্য চামড়াজাত সামগ্রী রপ্তানি করেছে ১,২৬,৩৩২ জোড়া। অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় তিনগুণ এর বিপরীতে নগদ সহায়তা নেয়ায় আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	যাচাই করে কোনো জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে আদায়ের সপক্ষে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৭ ॥

শিরোনাম	ঃ	প্রকৃত ডায়িং খরচ (ব্যাক টু ব্যাক এলসি অনুযায়ী) অপেক্ষা অতিরিক্ত ডায়িং খরচ দেখিয়ে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণপূর্বক অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ১৪,৯৭,১৩৩/- (চৌদ্দ লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশত তেত্রিশ) টাকা ।
বিবরণ	ঃ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন পূবালী ব্যাংক লিঃ, বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকৃত ডায়িং খরচ (ব্যাক টু ব্যাক এলসি অনুযায়ী) অপেক্ষা অতিরিক্ত ডায়িং খরচ দেখিয়ে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণপূর্বক অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১৪,৯৭,১৩৩/- টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা আদায়যোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৭" পৃষ্ঠা (১০২-১০৩) দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	ঃ	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-০৯ তারিখ ঃ ০৫-০৩-২০০১ খ্রিঃ এর ফরম "গ" তে উল্লিখিত রপ্তানিমুখী বস্ত্র/বস্ত্রসামগ্রী উৎপাদনকারী রপ্তানিকারকের আবেদনপত্রের "ঙ" অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় সুতা হতে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকগণ নগদ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মূল্য/স্বীয় প্রতিষ্ঠানে দেশীয় সুতা দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটির উপর নির্ধারিত হারে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। এক্ষেত্রে বস্ত্রের মূল্য বলতে সুতার মূল্য, বুনন খরচ ও ডায়িং খরচের সমষ্টিকে বুঝায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে ডায়িং সম্পন্ন করা হয়েছে কিন্তু স্বীয় প্রতিষ্ঠানে দেশীয় সুতা দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণে ব্যাক টু ব্যাক এলসি মূল্যের অতিরিক্ত ডায়িং চার্জ প্রদর্শনপূর্বক নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা প্রাপ্য নয়।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	যাচাই করে কোনো জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে আদায়ের সপক্ষে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৮ ॥

শিরোনাম	ঃ	নগদ সহায়তার তহবিল হতে টাকা প্রদানের জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জের উপর মূসক আদায় না করায় দণ্ডসুদসহ আর্থিক ক্ষতি ৪০,২৭,০২৯/- (চল্লিশ লক্ষ সাতাশ হাজার উনত্রিশ) টাকা ।
বিবরণ	ঃ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৭টি শাখার ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে রেকর্ডপত্র, নগদ সহায়তা প্রদানের বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নগদ সহায়তা তহবিল হতে আবেদনকারী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ প্রদানের সময় ব্যাংকিং সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জের উপর ১৫% শতাংশ হারে মূসক সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত দণ্ডসুদ সহ সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৪০,২৭,০২৯/- টাকা। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৮" পৃষ্ঠা (১০৪-১০৭) দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও. নং-১৮৩-আইন/২০১২/৬৪১-মূসক এ টেবিল-২ এ সেবার কোড এস ০৫৬.০০ মোতাবেক ব্যাংকিং সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত চার্জ বা ফি এর উপর ১৫ শতাংশ হারে মূসক আদায়যোগ্য, কিন্তু তা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর সাধারণ আদেশ নং- ২৫/মূসক/২০১৩ তারিখ ঃ ০৬ জুন ২০১৩ খ্রিঃ মোতাবেক মূসক কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আপত্তিকৃত অর্থের উপর ২% হারে দণ্ডসুদ আরোপযোগ্য।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	যাচাই করে কোনো জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে আদায়ের সপক্ষে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৯ ॥

শিরোনাম	ঃ	ইউডি অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি না করে অন্য পণ্য রপ্তানি করা সত্ত্বেও উক্ত বস্ত্র সরবরাহের মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ১৪,৩৭,৯২৩/- (চৌদ্দ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার নয়শত তেইশ) টাকা ।
বিবরণ	ঃ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ৩টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৩টি শাখার ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার আবেদন পত্র, এলসি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, শিপিং বিল, ইএক্সপি, বিল অব লেডিং, পিআরসি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ইউডি (Utilization Declaration) অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি না করে অন্য পণ্য রপ্তানি করা সত্ত্বেও উক্ত বস্ত্র সরবরাহের মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১৪,৩৭,৯২৩/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৯" পৃষ্ঠা (১০৮-১১০) দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	ঃ	ইউডি/বিটিএমএ প্রত্যয়ন অনুযায়ী দেশীয় সুতা দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্র রপ্তানি না করে অন্য পণ্য রপ্তানি করা সত্ত্বেও উক্ত রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা প্রাপ্য নয়।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	যাচাই করে কোনো জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে আদায়ের সপক্ষে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১০ ॥

শিরোনাম	ঃ	এলসিতে প্রদর্শিত পণ্যের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি পণ্য রপ্তানি করে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২১,২৭,৪৪৬ (একুশ লক্ষ সাতাশ হাজার চারশত ছেচল্লিশ) টাকা ।
বিবরণ	ঃ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ২টি ব্যাংকের ২টি শাখার ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে (১) জনতা ব্যাংক লিঃ, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, বনানী, ঢাকা কার্যালয়ের FOOT BED FOOTWEAR LTD. প্রতিষ্ঠানের এবং (২) এইচএসবিসি লিঃ, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের UNIVERSAL JEANS LTD. প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার এলসি, চুক্তিপত্র, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, শিপিং বিল, বিল অব লেডিং, ইএক্সপি, বিল অব এক্সপোর্ট, পিআরসি এবং আবেদন পত্র/কেইস পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, এলসিতে প্রদর্শিত পণ্যের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি পণ্য রপ্তানি করে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করায় ২১,২৭,৪৪৬ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা আদায়যোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১০" পৃষ্ঠা (১১১-১১৭) দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	ঃ	এলসি/চুক্তিপত্রে প্রদর্শিত অথবা অনুমোদিত পণ্যের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পণ্য সরবরাহ/রপ্তানি করে অতিরিক্ত পণ্যের মূল্যের উপর নগদ সহায়তা প্রদানের কোনো অবকাশ নেই।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	ইতোমধ্যে আপত্তিকৃত ৫,৩১,০৯৯ টাকা আদায় করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকার আপত্তি যথাযথ নয় বিধায় নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কেননা অবশিষ্ট টাকার আপত্তি কেন যথাযথ নয় তা বিস্তারিতভাবে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। আপত্তিটি বিশ্লেষণ করে ইহার সঠিকতা পাওয়া গেছে। কাজেই অবশিষ্ট টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো প্রয়োজন। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে আদায়ের স্বপক্ষে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১১ ॥

শিরোনাম	ঃ	নির্ধারিত তালিকা বহির্ভূত প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ২২,৭৮,০১৯ (বাইশ লক্ষ আটাত্তর হাজার উনিশ) টাকা ।
বিবরণ	ঃ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ০৩টি ব্যাংকের ০৫টি শাখার ২০১৩-২০১৭ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্ধারিত তালিকা বহির্ভূত প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে ২২,৭৮,০১৯/- টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১১" পৃষ্ঠা (১১৮-১২৫) দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	ঃ	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-১৫ তারিখ ঃ ০৬/১০/২০০৫ খ্রিঃ এর আদেশ মোতাবেক প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের নির্ধারিত পণ্যের তালিকা বহির্ভূত পণ্য রপ্তানি করে নগদ সহায়তা গ্রহণ করেছেন, যা প্রাপ্য নয়।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	যাচাই করে কোন জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে আদায়ের স্বপক্ষে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১২ ॥

শিরোনাম	ঃ	ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে সংগৃহীত সুতা রপ্তানিকৃত পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বস্ত্র সরবরাহের মূল্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ৬২,২৫,৯৭৩ (বাষট্টি লক্ষ পঁচিশ হাজার নয়শত তিয়াত্তর) টাকা ।
বিবরণ	ঃ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৫টি শাখার ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে সংগৃহীত সুতা রপ্তানিকৃত পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বস্ত্র সরবরাহের মূল্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা বাবদ ৬২,২৫,৯৭৩ টাকা পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১২" পৃষ্ঠা (১২৬-১৩১) দ্রষ্টব্য]
অনিয়মের কারণ	ঃ	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-৯ তারিখ ঃ ০৫/০৩/২০০১ খ্রিঃ এর ফরম নং "ঘ" এর খ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রপ্তানিকারক মাস্টার এলসির বিপরীতে রপ্তানিকৃত তৈরি পোষাক উৎপাদনে ব্যবহৃত ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে সরবরাহকৃত বস্ত্র মূল্যের উপর বস্ত্র উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী নির্ধারিত হারে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক "ঙ" অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে সুতা সংগ্রহপূর্বক ফেব্রিক্স উৎপাদন করে চূড়ান্ত রপ্তানিকারকের নিকট সরবরাহ করে এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসনের ভিত্তিতে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক নগদ সহায়তার জন্য আবেদন করে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কর্তৃক ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে সুতা সংগ্রহের পূর্বেই ফেব্রিক্স সরবরাহ দেখিয়ে উক্ত সরবরাহকৃত ফেব্রিক্স মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যা প্রাপ্য নয়।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	যাচাই করে কোন জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে আদায়ের স্বপক্ষে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৩॥

শিরোনাম	ঃ	উপকরণ উৎপাদনস্থলে পৌঁছানোর পূর্বেই মালামাল জাহাজীকরণ দেখিয়ে উক্ত পণ্যের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদানে আর্থিক ক্ষতি ৯,০৫,০৭৭ (নয় কোটি পাঁচ লক্ষ সাতাত্তর টাকা) টাকা ।
বিবরণ	ঃ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ০৪টি ব্যাংকের ০৫টি শাখার ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৪-২০১৫ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সরবরাহকৃত বস্ত্র রপ্তানিকৃত পোষাক উৎপাদনে ব্যবহৃত না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বস্ত্রের সরবরাহ মূল্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা বাবদ ৯,০৫,০৭৭ টাকা পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে; যা আদায়যোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট " ১৩" পৃষ্ঠা (১৩২-১৩৪) দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় , ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-৯ তারিখ ঃ ০৫/০৩/২০০১ খ্রিঃ এর ফরম নং "ঘ" এর খ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রপ্তানিকারক মাস্টার এলসির বিপরীতে রপ্তানিকৃত তৈরি পোষাক উৎপাদনে ব্যবহৃত ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে সরবরাহকৃত বস্ত্র মূল্যের উপর বস্ত্র উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী নির্ধারিত হারে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কর্তৃক দেশীয় সুতা দ্বারা ফেব্রিক্স উৎপাদনপূর্বক সরাসরি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সরবরাহকৃত বস্ত্র দ্বারা পোষাক উৎপাদনপূর্বক রপ্তানিকার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তৈরি পোষাক জাহাজীকরণের পর অর্থাৎ রপ্তানিকার্য সম্পাদন করার পর উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং উক্ত সরবরাহকৃত বস্ত্র মূল্যের বিপরীতে প্রচ্ছন্নকারককে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যা প্রাপ্য নয়। কেননা রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে সরবরাহকৃত বস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি বিধায় প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের সাথে নগদ সহায়তার আবেদন পত্রে প্রদর্শিত বস্ত্র মূল্যের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	যাচাই করে কোন জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৭/০২/২০১৬ খ্রিঃ এবং ২০/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৯/০৩/২০১৬ খ্রিঃ এবং ০৩/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ এবং ২৩/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে জমার স্বপক্ষে প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৪॥

শিরোনাম	ঃ	সরবরাহকৃত সুতা/ফেব্রিক্স রপ্তানিকৃত পোষাক উৎপাদনে ব্যবহৃত না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বস্ত্র সরবরাহের উপর ফেব্রিক্স মূল্যের বিপরীতে বিধি বর্হিভূতভাবে নগদ সহায়তা বাবদ পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ১৬,১৯,৩৯৪(ষোল লক্ষ উনিশ হাজার তিনশত চৌরানব্বই) টাকা ।
বিবরণ	ঃ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ০৪টি ব্যাংকের ০৪টি শাখা এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৪-২০১৫ আর্থিক সনের নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সরবরাহকৃত বস্ত্র রপ্তানিকৃত পোষাক উৎপাদনে ব্যবহৃত না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বস্ত্রের সরবরাহ মূল্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা বাবদ ১৬,১৯,৩৯৪ টাকা পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে; যা আদায়যোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট " ১৪" পৃষ্ঠা (১৩৫-১৩৯) দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-৯ তারিখ ঃ ০৫/০৩/২০০১ খ্রিঃ এর ফরম নং "ঘ" এর খ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রপ্তানিকারক মাস্টার এলসির বিপরীতে রপ্তানিকৃত তৈরি পোষাক উৎপাদনে ব্যবহৃত ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে সরবরাহকৃত বস্ত্র মূল্যের উপর বস্ত্র উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী নির্ধারিত হারে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কর্তৃক দেশীয় সুতা দ্বারা ফেব্রিক্স উৎপাদনপূর্বক সরাসরি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সরবরাহকৃত বস্ত্র দ্বারা পোষাক উৎপাদনপূর্বক রপ্তানিকার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তৈরি পোষাক জাহাজীকরণের পর অর্থাৎ রপ্তানিকার্য সম্পাদন করার পর ফেব্রিক্স সরবরাহ করা হয়েছে এবং উক্ত সরবরাহকৃত বস্ত্র মূল্যের বিপরীতে প্রচ্ছন্নকারককে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যা প্রাপ্য নয়। কেননা রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে সরবরাহকৃত বস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি বিধায় প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের সাথে নগদ সহায়তার আবেদনপত্রে প্রদর্শিত বস্ত্র মূল্যের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	যাচাই করে কোন জবাব দেয়া হয়নি এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়নি। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৭/০২/২০১৬ খ্রিঃ এবং ২০/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৯/০৩/২০১৬ খ্রিঃ এবং ০৩/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ এবং ২৩/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে জমার স্বপক্ষে প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ নূরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
আর্থিক ও উপযোজন হিসাব অডিট অধিদপ্তর